এফডি-৬

বৈদেশিক সাহায়তাপুষ্ট প্রকল্প সমূহের নমুনা ছক

১. ক. এনজিও’র নাম : **ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট ইনিশিয়েটিভ (এমআরডিআই)**
খ. ঠিকানা : ৮/১৯ স্যার সৈয়দ রোড, ব্লক-এ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
গ. টেলিফোন ও ফ্যাক্স নং : টেলিফোন: ৯১৩৪৭১৭, ৯১৩৭১৪৭, ফ্যাক্স: এক্সটেনশন-১১১
ঘ. ইমেল এ্যাড্রেস : info@mrdibd.org
ঙ. ওয়েব সাইট : www.mrdibd.org

২. প্রকল্পের নাম : **স্ট্রেনদেনিং ইনডিপেন্ডেন্ট মিডিয়া ইন বাংলাদেশ**

৩. প্রকল্পের মেয়াদ : ১৮ মাস
ক. শুরুর তারিখ : ১ নভেম্বর ২০১৭
খ. সমাপ্তির তারিখ : ৩০ এপ্রিল ২০১৯

৪. প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	জেলা/সিটি কর্পোরেশন	উপজেলা/থানা
১.	ঢাকা	ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকা

৫. প্রাক্কলিত ব্যয় ও দাতা সংস্থার ঠিকানা :
ক. প্রাক্কলিত ব্যয় :

ক্রমিক নং	বর্ণনা	প্রকল্প বর্ষ-১	প্রকল্প বর্ষ-২	মোট
১.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)	১১,৭৬৪,২৪৬	২,৫৩৪,১১৪	১৪,২৯৮,৩৬০
২.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৩.	স্থানীয় অনুদান	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে	প্রযোজ্য নহে
৪.	বিদেশী মুদ্রায় (ইউএসডি)	১৪৫,২৩৮	৩১,২৮৫	১৭৬,৫২৩
	মোট	**১১,৭৬৪,২৪৬**	**২,৫৩৪,১১৪**	**১৪,২৯৮,৩৬০**

মোট (কথায়) এক কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত ষাট টাকা মাত্র

খ. ১. দাতা সংস্থার নাম : Internews
২. দাতা সংস্থার ঠিকানা : Address: 14 Floor Maneeya Building, Ploenchit Road, Pathumwan, Bangkok 10330 Thailand
৩. ফোন/ফ্যাক্স নম্বর : Tel: +66 (0) B2651 5544, 5545 ইমেইল নম্বর: info@internews.org
Fax: +66 (0) 2651 5546 ওয়েব সাইট: www.internews.org

৬. বিস্তারিত প্রকল্প :

ক. ভূমিকা এবং পটভূমি (সংশ্লিষ্ট এলাকায় প্রকল্প কার্যক্রমসংক্রান্ত বিরাজমান অবস্থা তথ্য/উপাত্তসহ উল্লেখপূর্বক প্রস্তাবিত প্রকল্পটি সংক্ষেপে অবতারণা করুন। প্রকল্পটি প্রণয়নকালে কিভাবে কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে তা লিখুন) ঃ

বাংলাদেশের মিডিয়া সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞজনেরা মনে করেন, বাংলাদেশী মিডিয়া তাৎক্ষনিক খবর পরিবেশনে যতটুকু তৎপর, গভীরতাধর্মী নিবন্ধ ও গুণমানসম্পন্ন রিপোর্ট তৈরীতে মোটেই সেরকম নয়। নানা সীমাবদ্ধতা এবং প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার কিছু দৃষ্টান্ত এখানে রয়েছে। এসব দৃষ্টান্তের প্রসার ঘটানো দরকার। বাংলাদেশের মিডিয়ায় মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পেশাদারিত্বের অভাব, স্ব-আরোপিত সেন্সরশীপ এবং তথ্য প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা মানসম্পন্ন সাংবাদিকতার পথে প্রধান অন্তরায়। গভীরতাধর্মী বিশ্লেষণ, গঠনমূলক সমালোচনা এবং অর্জনযোগ্য সুপারিশ সম্বলিত উন্নয়ন বিষয়ক রিপোর্ট মিডিয়াতে আরো ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া দরকার।

এই প্রেক্ষিতে ‘Strengthening Independent Media in Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্পটি তৈরী করা হয়েছে। প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল ও শারীরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরি, বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জোরদার করা, এবং সাংবাদিকতায় মৌলিক সক্ষমতার ঘাটতি দূর করে মানসম্পন্ন, বস্তুনিষ্ঠ ও পক্ষপাতমুক্ত রিপোর্টিংয়ের ভিত রচনা করা, সাংবাদিকদের মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়ক হিসাবে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ইস্যুতে গণমাধ্যম ও এনজিওদের মধ্যে একটি কোয়ালিশন গঠন।

এমআরডিআই দীর্ঘদিন ধরে সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যমের গুনগতমান উন্নয়নের জন্য কাজ করে আসছে। বরাবরের মতো এই প্রকল্পটি তৈরীর সময় বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও সাংবাদিকদের পেশাগত প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত সদস্যদের সহায়তা গ্রহন করা হয়েছে।

খ. প্রকল্পটির যৌক্তিকতা এবং জাতীয় পরিকল্পনার সাথে (যথার্থ এনএসএপিআর-২, রূপকল্প-২০২১ ও সরকারের খাতভিত্তিক উদ্দেশ্যাবলী) প্রাসঙ্গিকতা ঃ

এই প্রকল্পটি FD-6 এর সংযুক্তি D-এর উপ-ধারা ১৩০৫ এর সাথে সম্পর্কিত, যেখানে লেখা রয়েছে সংবাদ, সাংবাদিক ও গণমাধ্যম।

- এনএসপিআর ২ হচ্ছে সরকারের দারিদ্র হ্রাস বিষয়ক দ্বিতীয় কৌশলপত্র। রুপকল্প ২০২১ হচ্ছে আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের স্বপ্নপূরণে বর্তমান সরকারের অঙ্গীকার।

- ২০১১ সালে সমাপ্ত এনএসপিআর ২ এর লক্ষ্য ছিলো দারিদ্র হ্রাস। প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের দুটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হচ্ছে তথ্য প্রদান ও সচেতনতা সৃষ্টি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী বিষয়ক তথ্য এবং গ্রামীণ জনগণের প্রাপ্য সুবিধা সম্পর্কিত সচেতনতা প্রান্তিক পরিবারগুলোর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে এবং দারিদ্র হ্রাসে অবদান রাখতে পারে। মিডিয়া হচ্ছে তথ্যের সবচেয়ে কার্যকর উৎস এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কাজেই এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য মানসম্পন্ন ও বিশ্লেষণধর্মী রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব।

- একইভাবে রুপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সালের মাঝে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এক্ষেত্রে তথ্য হচ্ছে শক্তি আর মিডিয়া হচ্ছে তথ্য প্রচারের সবচেয়ে কার্যকর বাহন। এই প্রকল্পের মূল ফোকাস হচ্ছে জেন্ডার সমতা, শ্রম অধিকার, দুর্নীতি ও সুশাসন এবং পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন। এই বিষয়গুলিতে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি রূপকল্প- ২০২১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গ. উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে-

- পক্ষপাতহীন মৌলিক সাংবাদিকতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রতিবেদন তৈরিতে কার্যকর অনুসন্ধান পরিচালনায় স্বাধীন গণমাধ্যমগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি
- সেলফ সেন্সরশীপ এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সাংবাদিক, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের মধ্যে শক্তিশালী যোগাযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে একটি কোয়ালিশন গঠন

ঘ. লক্ষ্যমাত্রা (সুনির্দিষ্ট, পরিমাপযোগ্য, অর্জনযোগ্য যথার্থতা ও সময় *(SMART)* নির্ধারণ করুন। পরিবীক্ষনের জন্য টার্গেট *SMART* করা অত্যন্ত জরুরী) ঃ

- কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট
- টু এডিটর এন্ড মিডিয়া ওনার রাউন্ডটেবল ডিসকাসন্স
- ফোর ইন-ডেপ্থ জার্নালিজম ট্রেনিং ক্যাম্প
- এ্যাডভান্স জার্নালিজম ওর্য়াকশপ
- ফেলোশীপ টু সাপোর্ট ইনডেপথ রির্পোটিং
- থ্রী পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস আউট সাইড ঢাকা
- ওয়ান পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস ইন ঢাকা
- পাবলিকেশন অব দি রিপোর্ট
- রাউন্ডটেবিল ইন ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস
- রাউন্ডটেবল আউট সাইড ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস
- প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন আউটসাইড ঢাকা
- প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন ইন ঢাকা
- অডিট ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন

ক্রম.	কার্যক্রমের নাম	পরিমাণ			অর্জনযোগ্য যথার্থতা
		১ম বছর	২য় বছর	৩য় বছর	
১.	কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট	১	-	-	বাস্তবায়নের সময়: মার্চ ২০১৮
২.	টু এডিটর এবং মিডিয়া ওনারস রাউন্ডটেবল ডিসকাশন	২	-	-	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০১৭ এবং এপ্রিল ২০১৮

৩.	ফোর ইন-ডেপ্থ জার্নালিজম ট্রেনিং ক্যাম্প	৪	-	-	বাস্তবায়নের সময়: এপ্রিল-জুলাই ২০১৮
৪.	এ্যাডভান্সড জার্নালিজম ওর্য়াকশপ	১	-	-	বাস্তবায়নের সময়: আগস্ট ২০১৮
৫.	ফেলোশীপ টু সাপোর্ট ইনডেপথ রিপোর্টিং	২	১	-	বাস্তবায়নের সময়: সেপ্টেম্বর ২০১৮-নভেম্বর ২০১৮
৬.	থ্রী পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস আউট সাইট ঢাকা	৩	-	-	বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারী ২০১৮-মার্চ ২০১৮
৭.	ওয়ান পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস ইন ঢাকা	১	-	-	বাস্তবায়নের সময়: মে ২০১৮
৮.	পাবলিকেশন অব দি রিপোর্ট	-	১	-	বাস্তবায়নের সময়: ডিসেম্বর ২০১৮
৯.	রাউন্ডটেবিল ইন ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	১		-	বাস্তবায়নের সময়: জুলাই ২০১৮
১০.	রাউন্ডটেবিল আউট সাইড ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	১	-	-	বাস্তবায়নের সময়: আগস্ট ২০১৮
১১.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন আউটসাইট ঢাকা	-	১	-	বাস্তবায়নের সময়: জানুয়ারি ২০১৯
১২.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন ইন ঢাকা	-	১	-	বাস্তবায়নের সময়: ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১৩.	অডিট ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন	-	১	-	মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

ঙ. প্রত্যাশিত ফলাফল (প্রত্যেক ফলাফল গুনবাচক, সংখ্যাবাচক এবং সময়ের (QQT)ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করুন) ঃ

ক্রম	কার্যক্রম	সংখ্যা	অর্জনযোগ্য	উপকার ভোগী	বাস্তবায়নের সময়
১.	কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট	১	১	বাংলাদেশের গণমাধ্যম সংস্থা ও সাংবাদিকবৃন্দ	মার্চ ২০১৮
২.	টু এডিটর এবং মিডিয়া ওনারস রাউন্ডটেবিল ডিসকাশন	২	২	৩০ জন অংশগ্রহণকারী (গণমাধ্যম মালিক, সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতা)	ডিসেম্বর ২০১৭ এবং এপ্রিল ২০১৮
৩.	ফোর ইনডেপ্থ জার্নালিজম ট্রেনিং ক্যাম্প	৪	৪	ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের প্রিন্ট, টিভি, রেডিও এবং অনলাইন মাধ্যমে কর্মরত ৬০জন সাংবাদিক	এপ্রিল-জুলাই ২০১৮
৪.	এ্যাডভান্স জার্নালিজম ওর্য়াকশপ	১	১	২০ জন সাংবাদিক	আগস্ট ২০১৮
৫.	ফেলোশীপ টু সাপোর্ট ইনডেপথ রিপোর্টিং	১০	১০	১০ জন সাংবাদিক	সেপ্টেম্বর ২০১৮- নভেম্বর ২০১৮
৬.	থ্রী পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস আউট সাইট ঢাকা	৩	৩	ঢাকার বাইরের ৭৫ জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধি	জানুয়ারী ২০১৮-মার্চ ২০১৮
৭.	ওয়ান পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস ইন ঢাকা	১	১	ঢাকার ২৫ জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধি	মে ২০১৮
৮.	পাবলিকেশন অব দি রিপোর্ট	১	১	সংবাদকর্মী এবং এনজিও প্রতিনিধি	ডিসেম্বর ২০১৮
৯.	রাউন্ডটেবিল ইন ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	১	১	৩০জন অংশগ্রহণকারী (সাংবাদিক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি)	জুলাই ২০১৮
১০.	রাউন্ডটেবিল আউট সাইড ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	১	১	ঢাকার বাইরের ২৫জন অংশগ্রহণকারী (সাংবাদিক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি)	আগস্ট ২০১৮
১১.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন আউটসাইট ঢাকা	১	১	ঢাকার বাইরের ৫০জন সংবাদকর্মী	জানুয়ারি ২০১৯
১২.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন ইন ঢাকা	১	১	ঢাকার ৫০জন সংবাদকর্মী	ফেব্রুয়ারি ২০১৯
১৩.	অডিট ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন	১	১	প্রকল্পের উপকারভোগী, দাতা সংস্থা, অডিট ফার্ম	মার্চ-এপ্রিল ২০১৯

চ. প্রধান কার্যক্রমসমূহ এবং প্রতিটি কার্যক্রমের বিপরীতে বরাদ্দ ঃ

ক্রমিক নং	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	প্রাক্কলিত বরাদ্দ (টাকা)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১.	কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট	১৬৩,০০০	বাংলাদেশের গণমাধ্যম সংস্থা ও সাংবাদিকবৃন্দ
২.	টু এডিটর এবং মিডিয়া ওনারস রাউন্ডটেবল ডিসকাশন	৫১১,৫০০	৩০ জন অংশগ্রহণকারী (গণমাধ্যম মালিক, সম্পাদক এবং সিদ্ধান্তগ্রহীতা)
৩.	ফোর ইনডেপ্থ জার্নালিজম ট্রেনিং ক্যাম্প	৩,৭১৬,০০০	ঢাকা এবং ঢাকার বাইরের প্রিন্ট, টিভি, রেডিও এবং অনলাইন মাধ্যমে কর্মরত ৬০জন সাংবাদিক
৪.	এ্যাডভান্সড জার্নালিজম ওর্য়াকশপ	৬৫১,৫০০	২০ জন সাংবাদিক
৫.	ফেলোশীপ টু সাপোর্ট ইনডেপথ রিপোর্টিং	৯০০,০০০	১০ জন সাংবাদিক
৬.	থ্রী পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস আউট সাইট ঢাকা	৯৩৯,৭৫০	ঢাকার বাইরের ৭৫ জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধি
৭.	ওয়ান পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস ইন ঢাকা	২৭৭,০০০	ঢাকার ২৫ জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধি
৮.	পাবলিকেশন অব দি রিপোর্ট	২৩০,০০০	সংবাদকর্মী এবং এনজিও প্রতিনিধি
৯.	রাউন্ডটেবিল ইন ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	২৬৭,০০০	৩০জন অংশগ্রহণকারী (সাংবাদিক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি)
১০.	রাউন্ডটেবল আউট সাইড ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস	৩০৫,২৫০	ঢাকার বাইরের ২৫জন অংশগ্রহণকারী (সাংবাদিক এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি)
১১.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন আউটসাইট ঢাকা	১৬৯,৫০০	ঢাকার বাইরের ৫০জন সংবাদকর্মী
১২.	প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন ইন ঢাকা	৯৯,০০০	ঢাকার ৫০জন সংবাদকর্মী
১৩.	অডিট ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন	-	প্রকল্পের উপকারভোগী, দাতা সংস্থা, অডিট ফার্ম
	মোট	**৮,২২৯,৫০০**	

* (উপরে বর্ণিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিটি প্রধান কার্যক্রমের বর্ণনা করুন। যে কার্যক্রম উপরে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সহায়ক নয় সে কার্যক্রম গ্রহণযোগ্য হবে না। উপকারভোগীর সংখ্যা প্রত্যক্ষ হতে হবে, পরোক্ষ নয়)

৭. জেলাওয়ারী বিস্তারিত কর্মকান্ড (যতগুলো জেলায় কর্মকান্ড বাস্তবায়িত হবে একই ছক ব্যবহার করে প্রত্যেক জেলার তথ্য পর পর প্রদান করতে হবে) ঃ

ক্রমিক নং	জেলা	উপজেলা/থানা	ইউনিয়ন/ওয়ার্ড	কর্মকান্ডসমূহ	পরিমান/টার্গেট	বরাদ্দ	সময়সীমা
১.	ঢাকা	ঢাকা সিটি		দফা ৬(চ)-এ বর্ণিত সকল কর্মকান্ড	৩৭৫ জন সাংবাদিক, এনজিও প্রতিনিধি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধি, মিডিয়া ওনার, সম্পাদক, প্রকল্পের সকল উপকার ভোগী	৮,২২৯,৫০০	১৮ মাস

৮. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা :

ক. প্রত্যেক প্রধান কার্যক্রম বাস্তবায়ন পদ্ধতি অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন:

এক. কারিকুলাম ডেভেলপমেন্ট :

প্রতিবেদন তৈরিতে পেশাদারিত্বের অনুসরণ এবং প্রতিবেদনের মান উন্নয়নে প্রযুক্তিগত দক্ষতা অর্জণের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিকদের জন্য গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতা প্রশিক্ষণ বিষয়ক একটি কারিকুলাম তৈরি করা হবে। কারিকুলামের বিষয়বস্তু নির্ধারণের জন্য একটি সভা আয়োজন করা হবে। পরবর্তীতে কারিকুলামটির খসড়া উপস্থাপন এবং আলোচনার মাধ্যমে এটি চুড়ান্তকরণের জন্য আরেকটি সভার আয়োজন করা হবে।

দুই. টু এডিটর এবং মিডিয়া ওনারস রাউন্ডটেবিল ডিসকাশন:

গভীরতাধর্মী এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ব্যাপ্তি বিস্তারের জন্য সম্পাদক এবং গণমাধ্যমের মালিকদের আগ্রহ তৈরি এবং একাজে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আলোচনার জন্য ২টি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হবে। প্রতিটি আলোচনা অনুষ্ঠানে ১৫জন অংশগ্রহণকারী উপস্থিত থাকবেন।

তিন. ফোর ইনডেপ্‌থ জার্নালিজম ট্রেনিং:

গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতা বিষয়ে ৫দিনব্যাপী ৪টি ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। এ প্রশিক্ষণে প্রিন্ট, টিভি, রেডিও এবং অনলাইনে কর্মরত সারা দেশের ৬০জন সাংবাদিক অংশগ্রহণ করবে।

চার. এ্যাডভান্স জার্নালিজম ওর্য়াকশপ:

ইনডেপ্‌থ জার্নালিজম ট্রেনিং-এ অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ২০জন সাংবাদিককে ৩দিনের এ্যাডভান্স জার্নালিজম ওর্য়াকশপে অংশগ্রহণে আমন্ত্রন জানানো হবে।

পাঁচ. ফেলোশীপ টু সাপোর্ট ইনডেপথ রির্পোটিং:

গভীরতাধর্মী সাংবাদিকতাকে উৎসাহীত করার লক্ষ্যে ১০জন সাংবাদিককে ৩মাসের ফেলোশীপ প্রদান করা হবে। ফেলোশীপের আওতায় পরিকল্পিত প্রতিবেদন তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা, মাঠ পরিদর্শনসহ আনুষাঙ্গিক ব্যয় প্রকল্প বহন করবে।

ছয়. থ্রী পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস আউট সাইট ঢাকা:

সাংবাদিকতার মূল আদর্শ এবং পেশাদারিত্বের সর্বোত্তম চর্চার উদাহরণ তুলে ধরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে গণমাধ্যম এবং এনজিওর মধ্যে কোয়ালিশন গঠনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং যশোরের ৭৫জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের জন্য ৩টি ওর্য়াকশপের আয়োজন করা হবে।

সাত. ওয়ান পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপ ফর জার্নালিস্ট, মিডিয়া আউটলেটস এ্যান্ড এনজিওস ইন ঢাকা:

সাংবাদিকতার মূল আদর্শ এবং পেশাদারিত্বের সর্বোত্তম চর্চার উদাহরণ তুলে ধরে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জোরদারকরণের লক্ষ্যে গণমাধ্যম এবং এনজিওর মধ্যে কোয়ালিশন গঠনের উদ্দেশ্যে ঢাকার ২৫জন সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের জন্য ১টি ওর্য়াকশপের আয়োজন করা হবে।

আট. পাবলিকেশন অব দ্য রিপোর্ট:

সাংবাদিক, গণমাধ্যম সিদ্ধান্তগ্রহীতা এবং এনজিও প্রতিনিধিদের জন্য আয়োজিত ৪টি পারটিসিপেটরি ওর্য়াকশপে আলোচিত বিষয়ের সারসংক্ষেপ এবং সুপারিশমালা তুলে ধরে একটি সামারি রিপোর্ট তৈরী এবং প্রকাশ করা হবে।

নয়. রাউন্ডটেবল ইন ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড 'ল' এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস:

জননিরাপত্তা, বিচার প্রক্রিয়া এবং তদন্তাধীন বিষয়কে বিঘ্নিত না করে গণমাধ্যমের নিজস্ব ধারায় সাংবাদিকরা কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ঢাকার সাংবাদিক/ব্লগার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মোট ৩০জন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হবে।

দশ. রাউন্ডটেবল আউট সাইড ঢাকা বিটুইন জার্নালিস্ট এ্যান্ড ল এনফোরসমেন্ট এজেন্সিস:

জননিরাপত্তা, বিচার প্রক্রিয়া এবং তদন্তাধীন বিষয়কে বিঘ্নিত না করে গণমাধ্যমের নিজস্ব ধারায় সাংবাদিকরা কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করবেন সে বিষয়ে আলোচনার জন্য ঢাকার বাইরের সাংবাদিক/ব্লগার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার মোট ২৫জন প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ১টি গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করা হবে।

এগার. প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন আউটসাইট ঢাকা:

পার্টিসিপেটরী ওয়ার্কশপের আলোচনা থেকে সরকারের জন্য উঠে আসা সুপারিশমালাসমূহ ঢাকার বাইরের কর্মরত সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এতে ৫০জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহন করবেন।

বার. প্রেস কনফারেন্স ফর ডেসিমিনেশন অব রিকমেন্ডেশন ইন ঢাকা:

পার্টিসিপেটরী ওয়ার্কশপের আলোচনা থেকে সরকারের জন্য উঠে আসা সুপারিশমালাসমূহ ঢাকায় কর্মরত সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপনের জন্য একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হবে। এতে ৫০জন সংবাদকর্মী অংশগ্রহন করবেন।

তের. অডিট ও চূড়ান্ত প্রতিবেদন

প্রকল্পের নির্ধারিত কার্যক্রম সমাপ্তির পর এনজিও ব্যুরোর তালিকাভুক্ত ফার্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি ফার্ম নিয়োগ করে এক্সটারনাল অডিট সম্পন্ন করা হবে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এনজিও ব্যুরোতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

খ. প্রকল্পটি সহযোগী এনজিও’র মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে কিনা, হলে সংলগ্নী-‘ক’ মোতাবেক প্রত্যেক সহযোগী এনজিওর তথ্য দিন **(প্রযোজ্য নহে)**

গ. সংলগ্নী -‘খ’ তে প্রত্যেক ব্যক্তির (যারা প্রকল্প থেকে বেতন ভাতা-সম্মানী গ্রহণ করবেন) নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য দাখিল করুন

ঘ. অনুদানের অর্থ যে কোন নামেই হোক না কেন ঘূর্ণয়মান হলে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রদান করুন **(প্রযোজ্য নহে)**

অ) টাকার পরিমাণ

আ) সুদের হার ও সুদ হিসাব পদ্ধতি

ই) দাতা সংস্থার/ঘূর্ণয়মান তহবিল ব্যবহারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা (যদি থাকে)

ঈ) প্রকল্প সমাপ্তির পর এ অর্থ কিভাবে ব্যবহার হবে তা উল্লেখ করুন

ঙ. নির্মাণসংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য সংলগ্নী -‘গ’ তে প্রদান করুন **(প্রযোজ্য নহে)**

চ. খাত/উপখাত ভিত্তিক বরাদ্দ সংলগ্নী -‘ঘ’ তে প্রদান করুন

ছ. প্রকল্পটি সমাপ্তির পর প্রকল্পটি কিভাবে টিকে থাকবে ও পরিচালিত হবে উল্লেখ করুন

গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরিতে সাংবাদিকদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং মানসম্মত প্রতিবেদন তৈরির লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় নানা কর্মসূচী সম্পাদিত হবে। এ সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান প্রকল্পকালীন এবং প্রকল্প পরবর্তী সময়ে সাংবাদিক এবং গণমাধ্যমের কাজে আসবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের মালিক, সম্পাদক, সিদ্ধান্তগ্রহীতা, এনজিও প্রতিনিধি এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত গোলটেবিল সভায় প্রতিবেদন তৈরিতে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা এবং সেটি দূরীকরণে করণীয় বিষয়ে আলোচনা গভীরতাধর্মী প্রতিবেদন তৈরির অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক হিসাবে কাজ করবে। প্রকল্পের আওতায় সাংবাদিক এবং এনজিওর মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হবে সেটি প্রকল্প পরবর্তী সময়ে অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরির কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

৯. সুশাসন ও স্বচ্ছতা :

ক. প্রকল্পটি এলাকার জনগণ ও সংশ্লিষ্ট সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা, হলে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল ও শারীরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে দক্ষতা তৈরি, সেলফ সেন্সরশিপ হ্রাস এবং মুক্ত গণমাধ্যমের পথে বাধাগুলো অপসারণের মাধ্যমে বাংলাদেশে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা জোরদার করা এবং সাংবাদিকতায় মৌলিক সক্ষমতার ঘাটতি দূর করে মানসম্পন্ন, বস্তুনিষ্ঠ এবং পক্ষপাতমুক্ত রিপোর্টিংয়ের ভিত রচনা করা।

সাংবাদিক, গণমাধ্যমের সিদ্ধান্তগ্রহীতা, প্রেস ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক, বাংলাদেশ সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে ও সহযোগিতায় এই প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ. অন্যান্য এনজিও এবং সরকারী চালু কর্মকান্ড (যদি থাকে) বিবেচনান্তে কাজের ও কর্মএলাকার দ্বৈততা এড়ানোর কি কি ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে উল্লেখ করুন:

আমাদের জানামাতে এধরণের কোনো কার্যক্রম কোনো সংস্থা দ্বারা বাস্তবায়ন হচ্ছে না। সরকারিভাবে এই প্রকল্পটির দ্বৈততা হবার কোন সম্ভাবনা নেই।

গ. এ প্রকল্পটি বা একই ধরণের প্রকল্প ইতিপূর্বে দাখিল করা হয়েছিল কিনা এবং সরকার কর্তৃক তা অননুমোদিত বা পরবর্তিতে বাতিল করা হয়েছিল কিনা ঃ **প্রযোজ্য নয়**

ঘ. সংস্থা স্বেচ্ছায় বা তথ্য অধিকার আইনের কারণে নিম্নবর্ণিত তথ্যাবলী জনসম্মুখে প্রকাশ করতে ইচ্ছুক কিনা (ডিসক্লোজার পলিসি)

ক্রমিক নং	তথ্যাবলী	হ্যাঁ	না
১.	প্রকল্প ছক (এফডি ৬)	√	
২.	হিসাব এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন	√	
৩.	বার্ষিক প্রতিবেদন	√	
৪.	প্রত্যেক কর্মএলাকার বাজেটসহ কর্মপরিকল্পনা	√	
৫.	উপকারভোগীদের ডাটাবেইজ	√	
৬.	প্রকল্পের output details	√	
৭.	মানবসম্পদ সংক্রান্ত তথ্যাবলি	√	
৮.	সংস্থার নির্বাহী কমিটির তথ্যাবলি	√	
৯.	যোগাযোগ মাধ্যমঃ টেলিফোন, মোবাইল, ই-মেইল ইত্যাদি	√	
১০.	তথ্য কর্মকর্তা	√	
১১.	অভিযোগ বহি ও অভিযোগ নিস্পত্তি	√	

১০. প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ কিনা, হলে নিচের তথ্যসমূহ প্রদান করুন ঃ
প্রকল্পটি ইতিপূর্বে সমাপ্ত কোন প্রকল্পের সম্প্রসারিত বা নতুন ফেইজ নয়

ক. সংলগ্নী-‘ঙ’ তে পূর্বের প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন উল্লেখ করুন
প্রযোজ্য নহে

খ. প্রকল্পটি নিরীক্ষিত কিনা, হলে কত তারিখে নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে
প্রযোজ্য নহে

গ. সম্প্রসারিত প্রকল্প/নতুন ফেইজ প্রকল্প গ্রহণের কারণসমূহ
প্রযোজ্য নহে

১১. প্রকল্পের আর্থিক সংস্থান :

ক.	বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অনুদান (বাংলাদেশী টাকায় পরিবর্তিত)		১৪,২৯৮,৩৬০
খ.	দেশে থেকে প্রাপ্ত বিদেশী দাতার স্থানীয় মুদ্রায় অনুদান		প্রযোজ্য নহে
		প্রাক-মোট	১৪,২৯৮,৩৬০
গ.	স্থানীয় অনুদান (সংস্থার নিজস্ব)		প্রযোজ্য নহে
ঘ.	স্থানীয় অনুদান (অন্যান্য উৎস্য থেকে)		প্রযোজ্য নহে
		প্রাক-মোট	প্রযোজ্য নহে
		সর্ব-মোট	১৪,২৯৮,৩৬০

ঙ. স্থানীয় অনুদানের উৎস্য সমূহ কি কি এবং কোন উৎস থেকে কত টাকা প্রযোজ্য নহে